দৈনিক ইনকিলাব

229

তারিখ 10 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

উপজেলা পরিক্রমা

ভোলা সদর

।। জাকির হোসেন মহিন ।।

৭টি উপজেলাকে কেন্দ্র করে আছে ভোলা সদর-উপজেলা। কিন্তু এ কেন্দ্রতেই রয়েছে নানা সমস্যা। প্রায় ২ লাখেরও অধিক অধিবাসী অবহেলিত অবস্থায় জীবন-যাপন করছে। আধুনিক জীবন যাত্রার ব্যবস্থায় নূন্যতম সুযোগ হতেও এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বঞ্চিত।

এখানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এখানে দিন দিন ঘন বসতবাড়ী গড়ে ওঠছে, কিন্তু সমস্যার কোন সামাধান হচ্ছে না।

কৃষি

এ উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছে ধান, গম, তিল, সরিষা, মরিচ ও সুপারী। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা প্রায় ১০ হাজার। প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের অভাবে এখানে রেকর্ড পরিমাণ কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে না। সদর উপজেলার আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৫৫ হাজার একর। পতিত জমির পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার একর। খরা, বন্যা, ভাল বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধের অভাবে এ উপজেলার কৃষকরা রেকর্ড পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারছে না।

শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রয়োজনীয় এবং জনসংখ্যার তুলনায় এ উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ খুব কম। ২টি কলেজ, ১৪টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে এ উপজেলায় দিন দিন শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বর্তমানে এ উপজেলায় শতকরা ২০ জন শিক্ষিত।

আর্থিক অভাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীরই অল্প বয়সে লেখা পড়া ছাড়তে হচ্ছে।

আইন-শৃংখলা

ভোলার আইন-শৃংখলার অবনতি দেখা যাচ্ছে। প্রশাসন খুবই দায়িত্বহীন ও দুর্বল বলে অভিযোগ রয়েছে। এখানে প্রতিদিন সামাজিক অপকর্ম বেড়েই চলছে। মদ, জুয়া এবং ভিসিআর-এর মাধ্যমে অশ্লীল ছবি এবং ভ্রাম্যমাণ পতিতাদের উপদ্রবে জনজীবন অতীষ্ঠ হয়ে পড়েছে। এসব অপকর্ম প্রশাসনের নাকের ডগার ওপর ঘটছে। যেখানে সেখানে মদের কারখানা গড়ে ওঠেছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ

উপজেলার লোড শেডিং এর জন্যে নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় লাইট পোস্টে বাল্ব না থাকায় হত্যা ও ডাকাতি বেড়েই চলছে। এখানে একটি মাত্র পাওয়ার হাইজ আছে। ফলে, বিদ্যুতের অভাবে এখানের অধিবাসীসহ ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো লাখ লাখ টাকার সামগ্রী উৎপাদনে ব্যাহত হচ্ছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

সদর উপজেলার প্রতিটি উপজেলার সাথে এখনও শহরের উন্নত রাস্তা হয়ে ওঠেনি। একটি মাত্র রাস্তা, সেটা হচ্ছে পাকা-রাস্তা। এখানে রেল লাইনের কোন ব্যবস্থা নেই। যদি কোন সময় লঞ্চ বা গাড়ী বন্ধ হয়ে যায় তা হলে আর কোনভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। প্রতিদিন অপরিকল্পিতভাবে যানবাহন চলাচলে রাস্তায় খাদের সৃষ্টি হয়েছে। দু'পাশে ড্রেন না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই পানি জমে থাকে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

ভোলা সদর উপজেলায় ১টি হাসপাতাল, ১টি যক্ষা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, ১টি পশু হাসপাতাল রয়েছে। আধুনিক হাসপাতালে জীবন রক্ষাকারী অনেক ওষুধ নেই। তা ছাড়া ব্যাণ্ডেজ, স্যালাইনসহ অন্যান্য তরল ওষুধের অভাব লেগেই আছে।

আধুনিক হাসপাতালে এম্বুলেন্স থাকলেও দীর্ঘদিন যাবৎ বিকল রয়েছে। রুগীদের বিছানার অভাবে নিচে মেঝেতে থাকতে হয়। বিভিন্ন চিকিৎসকের ৪/৫টি পদ খালি রয়েছে।

ভোলা যক্ষা কেন্দ্রটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এখানে ভাল এক্সরে মেশিন না থাকায় যক্ষা রুগী নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। রক্ত ও কফ পরীক্ষার তেমন ভাল ব্যবস্থা নেই।

টেলিফোন ব্যবস্থা

ভোলা টেলিফোন বিভাগ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে, টেলিফোন বিভাগ সরকারী রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখানের ৪শ' লাইনের অটো এক্সচেঞ্জ প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। ভোলা থেকে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জায়গায় টেলিফোনে কথা বলা খুবই দূরহ ব্যাপার। কিছু সংখ্যক অমনোযোগী কর্মচারীদের জন্যে এ সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। কর্মচারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজেই বেশী ব্যস্ত থাকেন। টেলিফোন বিভাগকে তারা ব্যক্তিগত ব্যবসা কেন্দ্র করে গড়ে নিয়েছে।

পানি ব্যবস্থা

ভোলা পৌর-এলাকায় পানি সরবরাহের অনিয়মের জন্যে শহরবাসীর দুর্ভোগ এখন চরমে ওঠেছে। ভোলা শহরে ৭৫ হাজার লোকের বসতি। দৈনিক পানির চাহিদার পরিমাণ ১৫ হাজার গ্যালন। সেখানে মাত্র ৫ হাজার গ্যালন পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ পানি সরবরাহ পৌরসভার আওতাধীন নয়। পৌর-এলাকার ৪ ভাগের ১ ভাগে এ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

হাট বাজার

উপজেলার হাট বাজারগুলো তেমন উন্নত নয়। প্রায় প্রতি হাট বাজারে বসার টলঘর নেই। হাটে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তেমন পাওয়া যায় না। এ গুলো উন্নত করা প্রয়োজন।